

‘আল-কালিমুত তাইয়িব’ গ্রন্থের অনুবাদ

আপনার প্রয়োজন আল্লাহ কে বলুন

[রাসূল ﷺ -এর পঠিত দুআসমূহের সংকলন]



মূল (আরবি) :
ইমাম ইবনু তাইমিয়া

অনুবাদ:
জিয়াউর রহমান মুন্সী

দুআ বা আল্লাহর কাছে চাওয়া হলো ইবাদাত বা আল্লাহর দাসত্বের অংশ। আর এই দাসত্বের অনীহা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে। দুআ মুমিন জীবনে আল্লাহ তাআলার অনুপম উপহার। তিনি ওয়াদা দিয়েছেন-আমরা তাঁকে ডাকলে, তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। (দ্রষ্টব্য: সূরা আল-মুমিন ৪০:৬০) দুআর শক্তি অপরিসীম; কেবল দুআ-ই পারে তাকদীর বা ভাগ্যের লিখনকে পর্যন্ত বদলে দিতে !

(তিরমিযি, ২১৩৯)

মানবজাতির মহান শিক্ষক হিসেবে রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন, কখন কীভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হয়- নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে হয়। রাসূল ﷺ-এর পঠিত ও শেখানো দুআগুলো হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া رحمہ اللہ তাঁর (আল-কালিমুত তাইয়িব) গ্রন্থে এসব হাদীস সংকলন করেছেন। 'আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন' মূলত এরই বাংলা অনুবাদ। আসুন, রাসূল ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহকে ডাকি; আমাদের প্রয়োজনের কথা এমন এক সত্তাকে বলি, যিনি অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক, যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন

[রাসূল ﷺ-এর পঠিত দুআসমূহের সংকলন]

‘আল-কালিমুত তাইয়িব’ গ্রন্থের অনুবাদ

মূল (আরবি):

ইমাম ইবনু তাইমিয়া رحمته الله

[মৃত্যু: ৭২৮ হি./১৩২৮ খ.]

অনুবাদ:

জিয়াউর রহমান মুন্সী



মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা	১১
লেখক পরিচিতি	১৪
বহুলব্যবহৃত চিহ্ন	১৫
ভূমিকা	১৭
যিকর বা আল্লাহর স্মরণের মহত্ব	২০
প্রশংসা, সার্বভৌমত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণার মহত্ব	২২
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর স্মরণ	৩১
ঘুমুতে যাওয়ার সময় বলুন	৪৫
ঘুম থেকে উঠে	৫৭
ভীতিকর স্বপ্ন দেখলে বলুন	৬০
স্বপ্ন দেখার পর করণীয়	৬২
রাতের ইবাদাতের মহত্ব	৬৩
ঘুম থেকে উঠে আরও বলুন	৬৫
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলুন	৬৬
ঘরে প্রবেশের সময়	৬৮
মাসজিদে প্রবেশ ও মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়	৬৯
আযান শুনলে	৭০
সালাতের শুরুতে বলুন	৭৬

সালাতের বিভিন্ন পর্যায়ে বলুন	৮৩
সালাতের মধ্যে ও তাশাহুদেদের পর	৯১
সালাতের পর	৯৮
ইস্‌তিখারার দুআ	১০৪
উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তায়	১০৬
শত্রু ও প্রতাপশালীর মুখোমুখি হলে	১১১
শয়তানের উপস্থিতি প্রসঙ্গ	১১৩
আযান শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়	১১৪
আল্লাহর ফায়সালার সামনে আত্মসমর্পণ করুন.....	১১৭
আল্লাহর অনুগ্রহ পেলে	১১৮
বিপদ-মুসিবতে পড়লে	১১৯
ঋণের বোঝা চাপলে.....	১২২
ঝাড়ফুক দেওয়ার সময়	১২২
যেভাবে আল্লাহর আশ্রয় চাইবেন.....	১২৪
কবরের সামনে দাঁড়িয়ে	১২৭
বৃষ্টির পানি প্রয়োজন হলে	১২৭
তীব্র বায়ুপ্রবাহ শুরু হলে	১৩০
বজ্রপাতের সময়	১৩১
মেঘ-বৃষ্টির প্রয়োজন হলে.....	১৩২
নতুন চাঁদ দেখলে	১৩৪
ইফতারের সময়	১৩৫

আয়না দেখার সময়	১৭৩
হিজামা গ্রহণের সময়	১৭৪
কানে শোঁ শোঁ শব্দ হলে	১৭৫
পা ঝিমঝিম করলে	১৭৫
বাহন হোঁচট খেলে	১৭৫
কেউ উপহার দিলে	১৭৬
কেউ কষ্ট দূর করে দিলে	১৭৬
নতুন ফল লাভ করলে	১৭৭
বিস্ময়কর কিছু দেখলে	১৭৮
কুদৃষ্টি থেকে বাঁচতে	১৭৮
শুভ বা অশুভ সংকেত	১৭৯

ভূমিকা

হে আল্লাহ! তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর করুণা বর্ষণ করো!

সকল প্রশংসা আল্লাহর, আর প্রশংসা জ্ঞাপনই (তাঁর মহত্ব প্রকাশের জন্য) যথেষ্ট। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সেসব বান্দার উপর, যাদের তিনি বাছাই করে নিয়েছেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ বা সার্বভৌম সত্তা নেই, তিনি একক, তাঁর (সার্বভৌম ক্ষমতায়) কোনও অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও রাসূল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধ মাফ করে দেবেন।"

(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৭০-৭১)

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

"তাঁর কাছে শুধু পবিত্র কথাই উঠে, আর সৎকাজ তাকে উপরে ওঠায়।"

(সূরা ফাতির ৩৫:১০)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

"কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ রাখ, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব, আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার

নিয়ামাত অস্বীকার করো না।"

(সূরা আল-বাকারাহ ২:১৫২)

اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿١١﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো।"

(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৪১)

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

"আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী পুরুষ ও নারী; আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"

(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৫)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"(আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন-রাতের পরিবর্তনের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন আছে বুদ্ধিমানদের জন্য) যারা উঠতে, বসতে ও শয়নে—সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।"

(সূরা আল ইমরান ৩:১৯১)

إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿١٥﴾

"যখন কোনও দলের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়, তখন দৃঢ়পদ থেকো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কোরো; আশা করা যায়, এতে তোমরা সফল হবে।"

(সূরা আল-আনফাল ৮:৪৫)

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

"এরপর যখন তোমরা নিজেদের হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেভাবে তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতে, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি করে (আল্লাহকে) স্মরণ করবে।"

(সূরা আল-বাকারাহ ২:২০০)

لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٠١﴾

"ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে। যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবো।"

(সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:৯)

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٢٧﴾

"যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না, তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে, যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবো।"

(সূরা আন-নূর ২৪:৩৭)

وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠﴾

"তোমার রবকে স্মরণ করো; সকাল-সন্ধ্যায়, মনে মনে, কান্নাজড়িত স্বরে, ভীত-বিহ্বল চিন্তে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে।"

(সূরা আল-আ'রাফ ৭:২০৫)

যিক্র বা আল্লাহর স্মরণের মহত্ত্ব

[১] আবুদ দারদা  থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল  বলেন, "একটি কাজ আছে, যা তোমাদের সকল কাজের চেয়ে উত্তম, তোমাদের মালিকের কাছে সবচেয়ে পবিত্র বলে গণ্য, তোমাদের অবস্থান অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবে, (আল্লাহর রাস্তায়) সোনা-রূপা খরচ করার চেয়ে উত্তম, এ কাজের চেয়েও উত্তম যে—(যুদ্ধক্ষেত্রে) শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত করবে, আর তারাও তোমাদের ঘাড়ে আঘাত করবে! আমি কি তোমাদের ওই কাজটির কথা বলে দেবো না?" সাহাবিগণ  জবাব দেন, 'অবশ্যই!' নবি  বলেন, "(কাজটি হলো) আল্লাহর যিক্র বা স্মরণ।" ^(১)

[২] আবু হুরায়রা  থেকে বর্ণিত, 'নবি  বলেন, "মুফাররিদুন বা বিচ্ছিন্নতা-অবলম্বনকারীরা অগ্রসর হয়ে গেল!" সাহাবিগণ  জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! বিচ্ছিন্নতা-অবলম্বনকারী আবার কারা?' তিনি বলেন, "যেসব নারী-পুরুষ আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।" ^(২)

[৩] আবদুল্লাহ ইবনু বুসর  থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ঈমানের বিধি-বিধান তো আমার কাছে অনেক মনে হচ্ছে! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা আমি সবসময় আঁকড়ে ধরে থাকব।' নবি  বলেন, "তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ তাআলার যিক্রে সবসময় ভেজা

(১) আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/২৩৯; তিরমিযি, ৩৩৭৪; ইবনু মাজাহ, ৩৩৯০; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, ১/৪৯৬, তিনি এটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন, আর যাহাবি তার সাথে একমত।

(২) মুসলিম, ২৭৭৬।

থাকে।" ^(১)

[৪] আবু মূসা আশআরি রাঃ থেকে বর্ণিত, 'নবি সঃ বলেন, "যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে, আর যে তার রবকে স্মরণ করে না—এদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।"
^(২)

[৫] আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল সঃ বলেন, "যে ব্যক্তি কোনও বৈঠকে বসল, অথচ তাতে আল্লাহ তাআলার যিকর করল না, তার উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আফসোস! যে ব্যক্তি কোনও জায়গায় শয়ন করল, অথচ সেখানে আল্লাহ তাআলার যিকর করল না, তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আফসোস।" ^(৩)

(১) তিরমিযি, ৩৩৭৫, তিনি বলেন, 'এ হাদীসটি হাসান গরীব।' হাকিম, আল-মুস্তাদ্রাক, ১/৪৯৫, তিনি এটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন, আর যাহাবি তার সাথে একমত।

(২) বুখারি, ১১/১৭৫, ১৭৬; মুসলিম, ৭৭৯।

(৩) তিরমিযি, ৩৩৭৭, সহীহ।

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর স্মরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿١١﴾ وَسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿١٢﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো। এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা ঘোষণা করতে থাকো।"

(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৪১-৪২)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠﴾

"তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল-সন্ধ্যায়; মনে মনে, কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীত-বিহ্বল চিন্তে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে।"

(সূরা আল-আ'রাফ ৭:২০৫)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

"এবং সকাল-সন্ধ্যা নিজের রবের প্রশংসার সাথে সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।"

(সূরা গাফির/ আল-মুমিন ৪০:৫৫)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿৩৯﴾

"আর নিজের রবের প্রশংসা সহকারে গুণগান করতে থাকো, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে।"

(সূরা ক্বাফ ৫০:৩৯)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

"আর যারা নিজেদের রবকে দিন-রাত ডাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টারত থাকে, তাদেরকে তোমার কাছ থেকে দূরে

বলেন—

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ;	اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا
বিপুল প্রশংসা কেবলই আল্লাহর;	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا
মহিমা আল্লাহর, সকাল ও	وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً
সন্ধ্যায়।"	وَأَصِيلًا

(এরপর তিনি বলেন)

"আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই	أَعُوذُ بِاللَّهِ
অভিশপ্ত শয়তানের ফুঁ, থুতু ও	مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ
প্ররোচনা থেকে।"	نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمَزِهِ

শয়তানের ফুঁ হলো অহঙ্কার, থুতু হলো কবিতা, আর তার প্ররোচনা হলো পাগলামি।^(১)

[৭৭] আয়িশা, আবু সাঈদ ও অন্যান্য সাহাবি  থেকে বর্ণিত, 'সালাতের শুরুতে নবি  বলতেন—

হে আল্লাহ! মহিমা তোমার,	سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
প্রশংসাও তোমার;	
তোমার নাম বরকতময়;	وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
তোমার মহিমা সমুন্নত;	وَتَعَالَى جَدُّكَ
তুমি ছাড়া আর কোনও ইলাহ বা	وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
সার্বভৌম সত্তা নেই।"	

(১) আবু দাউদ, ৭৬৪, হাসান।

(১)

[৭৮] উমার ইবনুল খাত্তাব রাঃ থেকে বর্ণিত, 'তিনি তাকবীর দেওয়ার পর (আওয়াজ করে) সানা পড়তেন।' (২)

[৭৯] আলি রাঃ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল সঃ সালাতে দাঁড়িয়ে বলতেন—

আমি আমার সত্তাকে একনিষ্ঠভাবে
তাঁর দিকে ঘুরিয়ে নিলাম, যিনি
আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন;

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا

যারা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় অন্য
কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে,
আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

আমার সালাত, কুরবানি, জীবন ও
মরণ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي

—সবই আল্লাহর জন্য, যিনি
জগৎসমূহের অধিপতি;

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় কারও কোনও
অংশ নেই।

لَا شَرِيكَ لَهُ

এ কথা ঘোষণা দেওয়ার জন্য আমাকে
আদেশ দেওয়া হয়েছে।

وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ

যারা আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ
করেছেন, আমি তাদের একজন।

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

হে আল্লাহ! তুমিই রাজাধিরাজ;

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ

(১) আবু দাউদ, ৭৭৬; তিরমিযি, ২৪৩, সহীহ।

(২) ইবনু আবী শাইবা, ১/৯২/১, সহীহ।

অনুবাদক পরিচিতি:

জিয়াউর রহমান মুন্সী। জন্ম ১৯৮৪ সালে, কুমিল্লায়। ৫ম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়ে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর হিফজুল কুরআন সম্পন্ন ও কওমি নেসাবের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় ২য় স্থান, ফাজিল পরীক্ষায় ১৪তম স্থান অর্জন সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণি পেয়ে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। মাতৃভাষার পাশাপাশি আরবি, ইংরেজি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় সমান পারদর্শী এ তরুণ গবেষক। বিভিন্ন ভাষায় লেখা ইসলামের কালজয়ী গ্রন্থাবলি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে তিনি ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ল্যাটিন ভাষা আয়ত্ত করার সাধনায় নিরত। বক্ষ্যমাণ অনুবাদ গ্রন্থটি ছাড়াও তার অনূদিত মৃত্যু থেকে কিয়ামাত; সীরাতুন নবী ﷺ ১ ও ২; রাসূলের চোখে দুনিয়া (মাকতাবতুল বায়ান); মাযহাব: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; কুরআন বোঝার মূলনীতি; হাদীস বোঝার মূলনীতি (সিয়ান পাবলিকেশন)।

তাছাড়া, তার অনূদিত গ্রন্থাবলির মধ্যে শাইখ ইবরাহীম আলি'র 'সীরাতুন নবী ﷺ ৩' ও ইমাম বাইহাকী رحمه الله-এর 'পুনরুত্থান ও বিচার' ইন শা আল্লাহ অতি শীঘ্রই মাকতাবাতুল বায়ান থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এসবের পাশাপাশি তিনি সীরাতের ক্রমধারা অনুযায়ী একটি বৃহত্তদায়তন তাফসীরগ্রন্থ প্রণয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তার কাজে সহায় হোন! আমীন!

...প্রকাশক

‘তোমাদের রব বলেছেন, “আমাকে ডাকো,
আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।”

(সূরা আল-মু’মিন ৪০:৬০)



মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan